খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্র পাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 47 ❑ 06 Feb., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ইট দিয়ে থেতলে ছেলেকে খুন বাবার!

গাঁজা হেরোইনের রমরমা কারবার

প্রতিনিধি ঃ ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে নেশাগ্রস্ত বাবা খুন করল সন্ত নকে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। মৃতের নাম আশিস বিশ্বাস (৩০)। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত বাবার নাম অমল বিশ্বাস। বিশেষভাবে সক্ষম। নেশা কাটতেই ছেলের মৃত্যু সংবাদে বুক চাপড়ে কেঁদে চলেছে সে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, বনগাঁ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লী পার্কিং এলাকায় ওই পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে। অভিযুক্ত অমল বিশ্বাস ও ছেলে আশিস বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরেই নেশা করেন। পরিবারের সঙ্গে প্রায়শই টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলা করতেন। নেশা করার জন্য জোর করে টাকাও নিতেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার বিকাল থেকে ফের ওই পরিবারে ঝামেলা শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর ও একমাত্র ছেলের মধ্যে। বিবাদ মিটতেই বিকালের পরে স্ত্রী দীপালি বিশ্বাস বাইরে বেরিয়েছিলেন। ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন বছর ৩০-এর আশিস। অভিযোগ, সন্ধ্যেবেলা নেশাগ্রস্ত বাবা বাড়িতে এসে ঘুমন্ত ছেলের মাথায় ইট দিয়ে একাধিকবার আঘাত করেন। দিপালী দেবী বাড়িতে ফিরে ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানাতে পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীদের খবর দেয়। প্রতিবেশীরা আশিসকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। শনিবার সকালে নেশা কাটতেই ছেলেকে খুন করার ঘটনা জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবা।

এরপরে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় গাঁজা, মদ, হেরোইনের অবাধ বিক্রি হয়। বহুবার অভিযোগ করেও সেই নেশার সামগ্রী বিক্রি বন্ধ করা যায়নি। নির্বিকার পুলিশ প্রশাসন। এলাকার বহু পরিবারে এই নেশার কারণে প্রায়শই ঝামেলা হয়। স্থানীয় গৃহবধূর কথায়, ইতিমধ্যেই এলাকার তিনজনার নেশার কারণে মৃত্যু হয়েছে। এক গৃহবধূ আত্মীয়র কথায়, আমরা এলাকার মহিলারা মদ গাঁজা হেরোইন বিক্রি বন্ধের জন্য পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম। তাও বন্ধ হয়নি। পুলিশ প্রশাসন কবে পদক্ষেপ করবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই বিষয়ে পুলিশকে পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল। তিনি বলেন, এলাকায় রমরমিয়ে মদ গাঁজা হেরোইন বিক্রির কারবার চলে। ওই এলাকার প্রতি পরিবারে অশান্তি নেশা নিয়ে। পুলিশ পদক্ষেপ করলে এ ধরনের ঘটনা ঘটত না। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাউন্সিলরের দাদাগিরির অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় অডিও ভাইরাল, থানায় অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ কাউন্সিলরের বাড়ির পাশের গ্যারেজে কাজ করবার সময় এক গ্যারেজ মিস্ত্রিকে ভয় দেখিয়ে খুনের হুমকির অভিযোগ উঠল স্থানীয় কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযুক্ত কাউন্সিলরের নাম চিরঞ্জিত বিশ্বাস। ইতিমধ্যে হুমকির একটি অডিও সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও সেই অডিও যাচাই করেনি সার্বভৌম সমাচার কর্তৃপক্ষ। আতঙ্কিত রাকেশ কর্মকার, তার দিদি তিথি কর্মকার বনগাঁ থানায় ওই কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

রাকেশ জানিয়েছেন, কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে একটি গ্যারেজ রয়েছে। রাকেশ পেশায় বাইক মিস্ত্রি। সেই গ্যারেজের মিস্ত্রি তাকে একটি বাইক ঠিক করবার জন্য দাঁড় করায়। বাইকের দোকানের সামনে কাজ করার সময় ছুটে আসে কাউন্সিলর। অভিযোগ, তারপরেই কাউন্সিলর তাকে খুনের হুমকি দেয়। তার পরিবারের উদ্দেশ্য করে অসভ্য গালিগালাজ করে। এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেয়। দিদি তিথি কর্মকার বলেন কাউন্সিলরের এর ব্যবহার এবং দাদাগিরিতে তারা আতঙ্কিত। তাই বিচার চেয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

জীবিতকে মৃত বানিয়ে জমি হাতানোর চেষ্টা

পঞ্চায়েতের জাল ওয়ারিশান চক্রের সন্ধানে পুলিশ

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েতের ওয়ারিশান সার্টিফিকেট বানিয়ে জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানিয়ে জমি হাতানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠল। সেই ব্যক্তি ওয়ারিশান সার্টিফিকেট নিয়ে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হতেই থানায় অভিযোগ জানালেন পঞ্চায়েত প্রধান। জালচক্রের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবী জানালেন। পেট্রাপোল থানার ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নরহরিপুর এলাকার বাসিন্দা শংকর বিশ্বাসের ৩০ শতক জমি রয়েছে জয়ন্তিপুর এলাকায়। সম্প্রতি তিনি জানতে পারেন তাঁর ওই জমির কিছু অংশ স্থানীয় কানাই সরকার নামে একজন নিজের নামে জাল দলিল ও রেকর্ড বানানোর পরিকল্পনা করেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বিএলআরও অফিসে যোগাযোগ করে তিনি জানতে পারেন ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তার জমির ওয়ারিশান সার্টিফিকেট তোলা

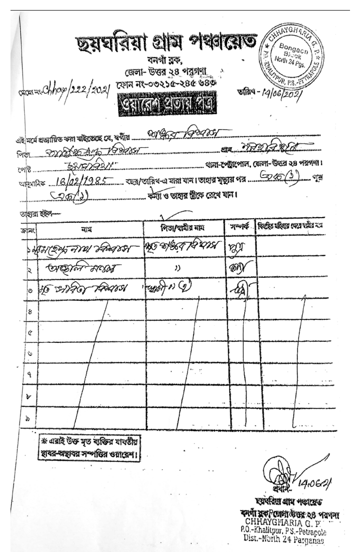

হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে তিনি মৃত। এবং অন্য কয়েকজনের নামে সেই সম্পত্তির ওয়ারিশান তৈরি হয়েছে। এরপরে তিনি ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগ করেন। শংকর বাবু বলেন, আমাকে ১৯৮৫ সালে মৃত দেখানো হয়েছে। জাল ওয়ারিশান বের করে আমার জমি রেকর্ড করতে দেয়। এভাবে জমি আত্মসাতের বড়চক্র রয়েছে অফিসগুলিতে। প্রশাসনের দেখা উচিত।

এ বিষয়ে ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, শংকর বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি একটি অভিযোগ জানায়। তার ওয়ারিশান নিয়ে আমরা দেখি সেটি জাল। পঞ্চায়েতের মেমো নাম্বারের সঙ্গে কোন মিল নেই। থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। জাল ওয়ারিশন বানিয়ে একটি বড়চক্র সক্রিয় বলে মনে করছি। প্রশাসন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যের নথিপত্র ব্যবহার করে নিজের ছবি দিয়ে ভারতীয় আধার, ভোটার তৈরি, ধৃত বাংলাদেশি

প্রতিনিধি ঃ আধার ভোটার প্যান কার্ডের নাম ঠিকানা এক, শুধুমাত্র ছবি আলাদা। এভাবেই অন্যের নথিপত্রে নিজের ছবি দিয়ে জাল ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড বানিয়ে ভারতে বসবাস করছিল এক ব্যক্তি। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে পুলিশ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করলো। বাগদা থানার পুরদাহ এলাকার ঘটনা।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতর নাম বাসুদেব ঘরামী। বাড়ি বাংলাদেশের ঝিকরগাছা। বাগদার পুরদহ এলাকার বাসিন্দা গণেশ ঘরামির নাম ঠিকানা পরিচয় ব্যবহার করে নিজের ছবি দিয়ে নথিপত্র বানিয়েছিল সে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে মঙ্গলবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তার ছয় দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, বছর আটেক আগে বাংলাদেশ থেকে পরিবার নিয়ে ভারতে এসো বসবাস শুরু করে বাসুদেব। পুরদহ এলাকায় বাড়ি করে। অভিযোগ, ওই এলাকারই বাসিন্দা

তৃতীয় পাতায়...

ভরা বাজারে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, ধৃত ৩

প্রতিনিধি ঃ ভর সন্ধ্যায় যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃত যুবকের নাম আমির হোসেন মন্ডল ওরফে কটা (৪৩)। পেশায় গাড়ি চালক। বাড়ি গোপালনগর থানার চৌবেড়িয়া মেঠোপাড়া এলাকায়। সোমবার চৌবেড়িয়া শ্মশান সংলগ্ন বাজার এলাকায় এই ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার মানুষ। দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। রাতেই তিনজনকে গ্রেফতার করে গোপালনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম প্রসেনজিৎ সরকার, অনিমেষ বিশ্বাস ও সৌম অধিকারী। মঙ্গলবার পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে চেয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, মৃত আমিরের একটি গাড়ি রয়েছে। সেই গাড়ি মাঝেমধ্যে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ চালাত। এদিন সন্ধ্যায় ফোন আসার পর গাড়ি নিয়ে শ্মশান বাজার এলাকায় গিয়েছিল। রাস্তার উপর মাথায় আঘাত লাগা অবস্থায় স্থানীয়রা দেখে তাকে

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভীক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৪৭ ❐ ০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

অন্তহীন যানজটে চলাই জীবন- বনগাঁ কথা

বাঙালীর বার মাসে তের পার্বন- বহুল প্রচলিত প্রবাদ। এ পার্বনের যেন শেষ হয় না। বনগাঁর যানজট বাঙালীর পার্বনের সাথে একই লাইনে অবস্থিত। এর যেন শেষ নেই! বনগাঁ মানুষের বর্তমান সময়ের একটাই স্লোগান— অন্তহীন যানজটে চলাই জীবন। সাম্প্রতিক কালে বনগাঁ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সগর্বে জানানো হয়েছে- ট্রাফিক ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে। এটা তো ভাল কথা। যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন, সেটা যদি কমানো যায়, তা তো সমাজের জন্য মঙ্গল। প্রশাসনের দক্ষতা! বনগাঁ শহরের যানজটের কথা বলতে গেলে কয়েকটি মোড়ের কথা বলতেই হয়, বাটামোড়, আমলাপাড়া মোড়, মুস্তফিপাড়া মোড়, রামনগর রোড মোড়, স্টেশন রোড মোড়, ঘড়ি মোড় আর ২নং রেলগেট মোড়। সব মোড় গুলিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রিন থাকলেও ২নং রেলগেট মোড়ে কোন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ বনগাঁর বুকে ছয় ছয়টি রাস্তার সংযোগ স্থল এই ২নং রেল গেট। সময়ে সময়ে এখানকার যানজট যেন বড়ই যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। এবার যদি চাকদা রোডের দিকে তাকানো যায়, তাহলে টাউন হল মোড়ে কখনও কখনও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থাকে, আবার কখনও থাকে না। জেলখানা মোড় (সব সময় থাকে), রেটপাড়া মোড়, হাসপাতাল ১নং গেট, হাসপাতাল কালিবাড়ি মোড়, সবই একই অবস্থা। অথচ সবচেয়ে মজার বিষয়, যে প্রশাসনিক কর্তার উপর এসব নিয়ন্ত্রণের ভার, তিনি যখন যে রাস্তায় বের হন, সে রাস্তা তখন শুনসান! ট্রাফিকের নামমাত্র গন্ধ নেই! দুর্ভোগ কেবল মাত্র সাধারণ যাত্রীদের কপালে। হায় রে প্রশাসন! যানজটের অবসান কবে!

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) খসড়া করার মূল কারণ —

মানব মর্যাদার বৈশ্বিক স্বীকৃতি : UDHR স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তির ভিত্তি হিসাবে সকল মানুষের সহজাত মর্যাদা এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রচিত হয়েছিল, যার মধ্যে অধিকার এবং মর্যদা সম্পন্ন জীবনযাত্রার অধিকারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভবিষ্যত নৃশংসতা প্রতিরোধ : সর্বজনীন নিয়ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, এই ঘোষণা পত্র গণহত্যা, নিপীড়ন এবং পদ্ধতিগত বৈষম্য প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল।

আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি : UDHR মানবাধিকার রক্ষা করে এমন চুক্তি, সম্মেলন এবং জাতীয় সংবিধানগুলির জন্য কয়েকটি অনুসরণযোগ্য নীতি প্রণয়ন করেছে।

শান্তি ও সহযোগিতার প্রচার : এটি জাতি এবং ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানের উপর জোর দেয়, আন্তর্জাতিক সংহতিকে উৎসাহিত করে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার : UDHR শুধুমাত্র নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়নি বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারকেও স্বীকৃতি দেয়, যা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির কল্যাণের বিষয়ে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক পটভূমির প্রতিনিধিদের দ্বারা মানবাধিকার সনদের খসড়া রচিত হয়েছে। UDHR - ৩০টি অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে শিক্ষার অধিকার এবং মর্যাদা সম্পন্ন জীবনযাত্রার অধিকারকে মান্যতা দিয়েছে।

মানবাধিকার ব্যক্তি মর্যাদা, সমতা এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। প্রাচীন অনুশাসন থেকে শুরু করে আধুনিক ঘোষণা পর্যন্ত, মানবাধিকারের বিবর্তন মানবতার জন্য ন্যায়বিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অবিরাম সংগ্রাম হিসাবে প্রতিফলিত হয়। ১৯৪৮ সালে UDHR- এর গ্রহণ করা এই নীতিগুলিকে বিশ্বব্যাপী রূপায়ণ করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে কাজ শুরু হয়, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আশার আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে। মানবাধিকার প্রতি মুহূর্তে হুমকি অথবা লজ্জিত হওয়ার আশংকার মধ্যে থাকে বলে, UDHR প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের সম্মিলিত দায়িত্বের একটি চিরন্তন দলিল হিসাবে গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠেছে। চলবে...

দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে বিশেষ সচিব

প্রথমপাতার পর...

চালু না হওয়ার কারণ জানতে চান। উপপ্রধান সমীর বাবু, আবেদন করেও অদ্যাবধি ভাতা পাননি যাঁরা, তাঁরা কি পুনরায় আবেদন করবেন কি না জানতে চাইলে সচিব শ্রীমতী দাশগুপ্ত, তার প্রয়োজন নেই বলে জানান।

বার্ধক্য ভাতার জন্য যাঁরা আগে আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যোগ্যরা অবশ্যই ভাতা পাবেন বলে সচিব জয়শ্রী দেবী আরোও জানান।

ভ্রমণ ঃ

মিজোরাম

পর্ব- ২

অজয় মজুমদার

মিজো ভাষায় তাম শব্দটির অর্থ=সরিষা গাছ; আর দিল শব্দের অর্থ = হ্রদ। ২০১০ সালে এই হ্রদ থেকে লেপ্টোলালাক্স তামদিল (Leptolalax Khasiorum, An amphibian species) নামে একটি নতুন প্রজাতির ব্যাঙের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। লোককাহিনীতে তামদিল সম্পর্কে যা আছে, ছোট্ট পাহাড় ঘেরা এই উপত্যকায় এক দম্পতির একটি জুম প্লট ছিল। লোকটি দুর্ভাগ্যবশত স্ত্রীকে একা রেখে ফসলের পরিচর্যা করতে রেখে মারা যায়। মাঠের মাঝখানে একটি শক্ত সরিষার চারা ছিল, যা অন্যান্য গাছের চেয়ে বড়। এক রাতে বিধবা তার স্বামীর সাথে দেখা করেন , যিনি তাকে বিশাল আশীর্বাদের আশ্রয় স্থল হিসাবে বিশাল সরিষা গাছের যত্ন নিতে বলেছিলেন। সেই আশীর্বাদ অনুযায়ী বিধবা স্ত্রী তাই করেছিল। এবং গাছটি খুব ভালোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে ওই বিধবা আবার বিয়ে করল। কিন্তু নতুন স্বামী মৃত স্বামীর কথা মনে করিয়ে দিতে আপত্তি জানায়, তাই সে গাছটিকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়। মাটিতে বিশাল গর্তে শীঘ্রই জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তৈরি হয় একটি দুর্দান্ত হ্রদে। তাই সরিষার হ্রদ-এর নাম তামদিল।

মিজোরাম সরকার মৎস্য বিভাগ দ্বারা একটি মাছ ধরার জলাধার নির্মাণের অংশ হিসেবে হ্রদটি পুন:নির্মাণ করা হয়েছে। লেকের পাশে রিসর্টগুলি পর্যটন বিভাগ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। হ্রদ সংলগ্ন চারপাশে রয়েছে জঙ্গল। সেই জঙ্গলে একটি ঝিঁঝিঁ পোকার মত পতঙ্গের ডাক, মন্দিরের কাঁসর ঘন্টা শব্দের মত। সেই শব্দটি সারা জঙ্গল জুড়েই হয়। পতঙ্গের হদিস পাইনি। বেশ কিছুদিন থাকলে এই পতঙ্গের একটা কিনারা করা সম্ভব হতো। এখানে একটা হারবেরিয়াম মিউজিয়াম রয়েছে। বেশ কিছু গাছের প্রজাতির হারবেরিয়াম সিট তৈরি করে মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। এখানে দেখলাম বহু নাম না জানা উদ্ভিদের উপস্থিতি। প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য জায়গাটা ভালো। কোন ভালো রেস্তোরা নেই এবং খাবার ও পানীয় জল বাইরে থেকে আনতে হতে পারে। আইজল ফরেস্ট ডিভিশন থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়েট ল্যান্ড সে পালিত হয় ২/২/২৪ তারিখে। আমরা লাঞ্চ সারলাম লেকের পাশে আচ্ছাদন দেওয়া কুঠিতে বসে, কাছের জেলার অল্প কিছু মিজো মানুষ ছাড়া টুরিস্ট আমরাই। ৬ কিলোমিটার দূরের শহর হল সাইচুয়াল-এর একটা ভালো রেস্টুরেন্টে চা অর্ডার দিলাম। দুধ চা খেলে দশ টাকা কাপ, লিকার চা বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। ওরা বলে— সামান্য কটা দানা আর একটু গরম জল, সেজন্যে পয়সা নেওয়াটা অনৈতিক। জঙ্গলের, আশপাশ থেকে দেবযানী কয়েকটা গাছ সংগ্রহ করেছিল। ওখান থেকে সামান্য ভিজে মাটি সংগ্রহ করতে পারলে গাছগুলি বেঁচে যাবে। দোকানের নাম গ্রিন হিলস হোটেল। ওই হোটেলের কর্মচারীকে দেবযানী বিষয়টি বলল। চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

শিক্ষিত মানুষের চিন্তাই এই ধরনের ! একটা কিট পোকাও মানুষের উপকার করে। তাই আমাদের তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আমরা না বুঝে অনেক পতঙ্গই মেরে ফেলি। তার ফল আমরা এখন পাচ্ছি। গ্রামের বাড়িতে দেখি, সকাল বেলা উঠে চাষিরা অনেক পটলের ফুল নিয়ে মাঠের দিকে যায়। এই পুরুষ ফুলগুলো স্ত্রী ফুলের গায়ে না ঠেকালে পটল ফলবে না।

দিদির মাছ কাটা হয়ে গেল। ঝুনু খেলা করছে। দিদি স্নান করতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। এমন সময় স্কুল থেকে দপ্তরি আসলো। দিদিকে সামনে পেয়ে বলল, "স্যার আপনাকে সমস্ত কাগজপত্র আর আপনার ভাইকে নিয়ে স্কুলে যেতে বলেছেন। "

আর এক সমস্যা তৈরি হল। দিদি স্নান করেনি, আমিও স্নান করিনি, দিদি বলল, "একটা শুভ কাজে যাব, স্নান না করে যাব! খোকা তুই তাড়াতাড়ি স্নান করে। আমি প্রতিমা পিসির কাছে ঝুনুকে দিয়ে আসি। আমার ওখান থেকে আসার আগেই যেন তোর দু'বালতি জল মাথায় ঢালা হয়ে যায়।"

আমি একটা গামছা নিয়ে স্নান করতে কলে গেলাম। ওখানে একটা বালতি আর মগ ছিল। বালতিতে জল ভরে মাথায় ঢালা আরম্ভ করলাম। টিউবওয়েলের জল শীতকালে ভালোই গরম। ঠান্ডার ছেকা লাগে না। স্নান করা হয়ে গেলে, ঘরে এসে কালকে যে জামা প্যান্ট পরে এসেছি। সেটাই পরলাম।

দিদি ততক্ষণে প্রতিমা পিসিদের বাড়ি থেকে চলে এসেছে। আমাকে ওই জামা প্যান্টটা পরতে দেখে দিদি বলল, "এই ছাড়, প্রথম দিন স্কুলে যাচ্ছিস, কাঁচা জামা প্যান্ট পরে যাবি।"

স্কুলে যাওয়ার সময় দিদি ঠাকুরের আসন থেকে একটা ফুল নিয়ে, আমার কপালে ছুঁয়িয়ে দিল। আমি ঠাকুর প্রণাম করে দিদিকে প্রণাম করলাম। আসল কারিগর মানুষটাকে প্রণাম করতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, স্কুলে ভর্তি হয়ে সব স্যারকে প্রণাম করব। তাহলে জামাইবাবুকেও প্রণাম করতে পারব।

দুজনে স্কুলের বেড়ার কাছে পৌঁছাতেই, ক্লাস ঘর থেকে সকলে উঁকি ঝুঁকি মারা আরম্ভ করল। আমার মনে হল, নির্মল আমার ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা আগেই চাউর করে দিয়েছে। দিক না, আমার কোনও অসুবিধা নেই। আমি এর মধ্যেই দু'বার স্কুল পাল্টে ফেলেছি। ওরাই তো আমার বন্ধু হবে। এটাতো পরিচিত জায়গা। যত ক্ষুদ্র জায়গাই হোক, এই ক্ষুদ্রের সমষ্টি নিয়েই দেশ,পৃথিবী। পৃথিবীর যে কোনও জায়গাই আমার আপন জায়গা। ভর্তি হতে বেশি সময় লাগলো না। জামাইবাবু আগে এসেই সব রেডি করে রেখে দিতে বলেছিল। দিদি কেবল ফর্ম- এর উপর সই করল। আমি যেভাবে চিন্তা করেছিলাম, সকলকেই প্রণাম করা হয়ে গেল। তারপর স্কুল থেকে বলে দিল, আজকে আর ক্লাসে যেতে হবে না। একটা পিরিয়ড হয়ে গিয়েছে। বই কেনা না থাকলে অন্তত খাতা পেন নিয়ে স্কুলে আসতে হবে।

আট --- বারান্দায় বেঞ্চে বসে আছি। স্কুল ছুটি হলো । ছাত্রছাত্রীরা সবাই বই হাতে নিয়ে হইচই করতে করতে বেরিয়ে আসছে । স্কুলের পাশ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে যে পথটা গিয়েছে, এটার পশ্চিম দিকটা ইছামতী নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। পূর্ব দিকে মনিগ্রাম আর সবাইপুরের দিকে গিয়েছে। মনিগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে এসে ভর্তি হয় না। কারণ মনিগ্রামে একটা হাই স্কুল আছে। মনিগ্রামের উপর দিয়ে বনগাঁ থেকে হেলেঞ্চা বয়রা পর্যন্ত পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে। সবাইপুরের ছাত্র-ছাত্রীরা আর পূর্ব পাড়ার ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল থেকে ফেরে। রাস্তাটা পশ্চিম দিকে মাধবপুর গ্রামের মধ্যেই শেষ হয়েছে। এই দিকটাতে এই গ্রামে জনবসতি বেশি। ছাত্র ছাত্রী বেশি।

স্কুলে যাওয়া আসার বিষয়টা একটা মজার ব্যাপার। স্কুলে আসার সময় কেউ আগে আসে বা কেউ পরে আসে। অনেক দূর গ্রাম থেকে দু'তিন মাইল হেঁটে যখন আসে, তখন হয়তো দু চার চলবে...

গাইঘাটার দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে বিশেষ সচিব জয়শ্রী দাশগুপ্ত

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা্যা ব্যানার্জীর মস্তিষ্ক প্রসূত দুয়ারে সরকার প্রকল্প অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সমস্ত রাজ্য জুড়ে। গত ২৪ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী ২৫ অবধি অনুষ্ঠিত নবম পর্যায়ের এই প্রকল্পে রাজ্যবাসীকে ৩৭টি প্রকল্পের উপর পরিষেবা প্রদান করা হয়। গত ৩১ জানুয়ারী গাইঘাটা ব্লকের রামনগর ও ঝাউডাঙ্গা অঞ্চলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত

নবম পর্বের দুয়ারে সরকার প্রকল্পে অঞ্চলের বাসিন্দাগণ বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা পান। তবে তপশিলী শংসাপত্র, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা, খাদ্য সাথী, রেশনকার্ড সংশোধন ইত্যাদি প্রকল্পের শিবিরে মানুষজনের লম্বা লইন চোখে পড়ে। ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আন্না বিশ্বাস অধিকারী ও উপ-প্রধান সমীর বিশ্বাস শিবিরে আগত মানুষজনের প্রয়োজনে সহযোহীতার হাত বাড়িয়ে দেন। রাজ্য প্রশাসনের সচিব জয়শ্রী দাশগুপ্ত এদিন গাইঘাটার রামনগর ও ঝাউডাঙ্গা অঞ্চলে আয়োজিত শিবির পরিদর্শনে আসেন। সঙ্গে ছিলেন বনগ্রাম মহকুমা শাসক উর্মি দে বিশ্বাস, গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রী সরকার ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ঝাউডাঙ্গার প্রধান আন্না দেবী ও উপপ্রধান সমীরবাবু সচিব শ্রীমতী দাশগুপ্ত সহ আগত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্বাগত জানান। সচিব জয়শ্রী দেবী শিবিরের বিভিন্ন কক্ষে গিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীগণের সাথে কথা বলেন। শিবিরে উপস্থিত মানুষজনের সাথেও কথা বলেন। ইতিপূর্বে বার্ধক্য ভাতার আবেদন করেও অদ্যাবধি ভাতা তৃতীয় পাতায়...

ডেওপুল অগ্রগামীর বার্ষিক উৎসবে রক্তদান

সংবাদদাতা ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়, তাই রক্তদান জীবন দান, রক্তদান

মহৎ দান। এই আদর্শকে সামনে রেখে বিগত বছরগুলির ন্যায় এবারও এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন গাইঘাটার ডেওপুল অগ্রগামী স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যগণ। ক্লাব সভাপতি সুভাষ মহন্ত জানান, গত ৩ ফেব্রুয়ারী থেকে চার দিন ব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক উৎসবের সূচনায় আরাধনা এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় বহিরাগত শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান এবং চাঁদপাড়ার অ্যাক্টো পরিবেশিত মঞ্চসফল নাটক 'ছাঁচ ভাঙার গান' সমবেত দর্শক সাধারণের উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। শ্রীমহন্ত জানান, উৎসব উপলক্ষ্যে এলেকার ছাত্র-ছাত্রীরা অংকন, আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অন্যতম সংগঠক সৌম্যদেব হালদার জানান, উৎসবের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে ৫১জন ক্লাব সদস্য ও গ্রামবাসী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিদের সংবর্ধনা এবং রাতে বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠানে এলেকার অগণিত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। সবকিছু মিলিয়ে ডেওপুল অগ্রগামী স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত ২৫ তম বর্ষের অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

চাঁদপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংস্কার সাধন উজ্জীবনের

সংবাদদাতা ঃ সাধারণ মানুষের জীবনকে ছুঁয়ে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে দেশের অন্যতম স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক উজ্জীবন। সম্প্রতি ব্যাঙ্কের দোগাছিয়া শাখা স্থানীয় চাঁদপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিছু বিভাগের সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হন। একাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মধুসূদন সিংহ ও গাইঘাটা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের (ঠাকুরনগর হাসপাতাল) বি এম ও এইচ ডাঃ সুজন গাইন। গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহযোগিতায় উজ্জীবন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মেসী বিল্ডিং ও ফিমেল ওয়ার্ডের সংস্কার সাধন করেন। বিল্ডিং এর ভেতরে ও বাহিরে রং করা হয়।

নবরূপে সেজে ওঠা ফার্মেসী বিল্ডিং ও ফিমেল ওয়ার্ডের নতুন করে উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ১ ফেব্রুয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ডাঃ সুজন গাইন। এদিন মধ্যাহ্নে হাসপাতালের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা বিডিও নীলাদ্রী সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, ছিলেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক দাস ও সমাজসেবী শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ।

আশাকর্মী সবিতা বিশ্বাসের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে সভার

সূচনা হয়। স্বাস্থ্যকর্মী সহ উপস্থিত সকলের সামনে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি মৈনাক দাসগুপ্ত সাধারণ মানুষজনের স্বার্থে তাঁদের ব্যাঙ্কের বিভিন্ন জনকল্যানকর কাজের মাধ্যমে একটি উন্নত জীবন গড়ে তোলার আশা ব্যক্ত করেন। উপস্থিত ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকগণ উজ্জীবন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের জনসেবামূলক কাজকর্মকে সাধুবাদ জানান। সভাপতি ইলা বাকচি ও বিডিও নীলাদ্রী বাবু ফিতে কেটে নবরূপে সেজে ওঠা বিল্ডিং এর উদ্বোধন করেন। ডাঃ গাইন উপস্থিত বিশিষ্টজন সহ সাংবাদিকগণকে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখান। ফিমেল ওয়ার্ডের প্রসূতি বিভাগের কাজ দেখে সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট জনেরা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পুরুষ বিভাগের সংস্কার সাধনেরও দাবি জানান। নবনির্মিত কোভিদ বিল্ডিং, ল্যাবরেটারি বিভাগ, বিশ্রাম কক্ষ বিভাগগুলিতেও সকলকে ঘুরিয়ে দেখান।

বিনয় মজুমদারের বাড়ির বাগানে মরশুমি ফুলের বাহার

ছবি ঃ নীরেশ ভৌমিক

দরবারি ধৈবত এর সংগীত সম্মেলন

নীরেশ ভৌমিক ঃ মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন ও সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে গত ১২ জানুয়ারী মধ্যাহ্নে গোবরডাঙ্গার পৌর টাউনহলে মহাসমারোহে শুরু হয় গোবরডাঙ্গার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান 'দরবারি ধৈবত' এর বার্ষিক সংগীত সম্মেলন-২০২৫।

সংস্থার প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট সংগীত প্রশিক্ষক ও সংগীত শিল্পী সমীরণ বিশ্বাস উপস্থিত সকল বিশিষ্টজন সহ সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। জন্মদিনে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানের বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, অধ্যাপক রাম সরকার ও বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী পলাশ মণ্ডল প্রমুখ।

স্বনামখ্যাত সংগীতপ্রেমী সমীরণ বিশ্বাস বলেন, আজকের এই সম্মেলন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য। ছোটরা আজকের সংগীত সম্মেলনে অংশ নিয়ে নিজেদেরকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করবে এবং জড়তা দূর করবে। উদ্যোক্তারা এদিন সদ্য প্রয়াত সংগীতজ্ঞ রসিদ খাঁন, ওস্তাদ জাকির হুসেন ও আশিস খাঁনকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানান। সুসজ্জিত টাউন হলের সুসজ্জিত মঞ্চে উপস্থিত শিক্ষার্থী ও সংগীত শিল্পীগণ একক ও সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। শিশুশিল্পী আয়ান সমাদ্দারের কণ্ঠের শাস্ত্রীয় সংগীত সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

তবলায় শিল্পীকে সহযোগিতা করেন তরুন তবলচি অভিপ্রিয় মুখার্জী। অপরাহ্নে পণ্ডিত সন্দীপ ভট্টাচার্য এবং তনুলা চক্রবর্তী ও সমীরণ বিশ্বাসের সংগীতানুষ্ঠান এবং চিন্ময় পালের কথক নৃত্য, বোধিপ্রিয় মুখার্জীর তবলা বাদন, মিরাজ আলি খাঁনের সরোদ, অর্পণ বোসের ভায়োলিন এবং অনিরুদ্ধ দাসের মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান দরবারি ধৈবত আয়োজিত সংগীত সম্মেলনকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইকের সুচারু পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্মদিনে প্রথিতযশা কবি ও নাট্যকার অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিকৃতিতে

ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে গত ২৫ জানুয়ারী মধ্যাহ্নে সাড়ম্বরে শুরু হয় গোবরডাঙ্গার অন্যতম সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৬২ তম সাহিত্য সভা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী কুমকুম মুখার্জী।

বিশিষ্ট কবি অর্চনা দে বিশ্বাস এর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সাহিত্য সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার ও সঞ্চালিকা টুলু সেন প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার কাব্য-সাহিত্য ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারে মাসিক এই সাহিত্য সভার গুরুত্ব এবং সেই সঙ্গে বছর ভর বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন। আয়োজিত সাহিত্য সভাকে সার্থক করে তুলতে উপস্থিত সকল কবি-সাহিত্যিকগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় এক ঝাঁক কচিকাঁচার কণ্ঠে আবৃত্তি এবং মনিশংকর মণ্ডল ও অসিত দালালের সংগীতানুষ্ঠান, মৌসুমী সরকারের নৃত্য, পিয়ালী ও দীপা বিশ্বাসের কবিতা আলেখ্য উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। এদিনের গুণীজন সংবর্ধনায় বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষিকা কল্পনা পাল ও স্বনামধন্যা আবৃত্তিকার রুমা সাহাকে সেবা সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উপহার সামগ্রী গুণীজনদ্বয়ের হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার ও সেবার বিশিষ্ট সেবিকা প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ। সাহিত্য সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি-সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও সাহিত্য পাঠে অংশগ্রহন করেন। বহু কবি-সাহিত্যিকের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে নতুন বৎসরের (২০২৫) প্রথম মাসের অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অন্যের নথিপত্র ব্যবহার করে আধার, ভোটার তৈরি, ধৃত বাংলাদেশি

প্রথমপাতার পর...

গণেশ ঘরামির নথিপত্র সমস্ত কিছু ব্যবহার করে নিজের ছবি ব্যবহার করে ভোটার আধার সহ একাধিক ডকুমেন্ট তৈরি করে। এলাকার দুই ব্যক্তির নামে একই পরিচয় পত্র, শুধু ছবি আলাদা। বাসুদেবের নামের কাগজপত্র মাঝে মধ্য গনেশ ঘরামির বাড়িতে চলে যাওয়ায় সন্দেহ হয় । তার নথিপত্র চেক করতে গণেশ জানতে পারে তার সমস্ত কিছু নকল করার ঘটনা। এর পরে তিনি বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। কোথা থেকে কাদের মাধ্যমে এই নথিপত্র তৈরি করেছে তা জানতে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে অভিযুক্তকে।

ভরা বাজারে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, ধৃত ৩

প্রথমপাতার পর...

উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয়দের দাবি, পাওনা টাকা নিয়ে পুরনো বিবাদ ছিল প্রসেনজিৎ-এর সঙ্গে। তার জেরে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বেড়েছে। হেরোইন মদ গাঁজা বিক্রির বিষয় নিয়ে দুষ্কৃতীদের মধ্যে বিবাদ রয়েছে। খুনের কারণ জানতে ধৃতদের পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সার্থক দীঘার গ্রামশ্রী লোক উৎসব

সংবাদদাতা ঃ গত ১০ জানুয়ারী সকালে বর্ণাঢ্য মশাল দৌড়, মধ্যাহ্নে এন সি সি ক্যাডেটদের প্যারেড, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীদের শ্রীখোল বাদন ও সংস্থার নৃত্য শিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে মঙ্গলদ্বীপ প্রোজ্জ্বলন করে শুরু হয় চাঁদপাড়ার দীঘা বিদ্যাসাগর সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত গ্রামশ্রী লোক উৎসব-২০২৫। প্রবীণ গ্রামবাসী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী শংকর নাথ, অবসরপ্রাপ্ত সহ প্রধান শিক্ষক চম্পক সরকার, গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শম্ভু মণ্ডল, শিক্ষিকা পম্পা বিশ্বাস, সমাজকর্মী কপিল ঘোষ, ছিলেন দীঘা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসীম বিশ্বাস, পরে আসেন স্থানীয় ঢাকুরিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুপম দে প্রমুখ। সংস্থার সম্পাদক সংস্কৃতিপ্রেমী ত্রিদীব মণ্ডল ও অন্যতম সংগঠক শিক্ষিকা রাজশ্রী গুহ সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকলকে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা সকলে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে এবং গ্রামের ছেলেমেয়েদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে এই ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। অন্যতম সংগঠক ও ডাক কর্মী ত্রিদীব মণ্ডল জানান, ভারতীয় ডাক বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠান অঙ্গনে নতুন আধার কার্ড তৈরী, সংশোধন ও বায়োমেট্রিকের কাজ করা হয়। এতে গ্রামবাসীরা খুবই উপকৃত হয়েছেন। স্কুল ছাত্রী ঐন্দ্রি গুহের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। শুরুতে রণ পায়ের হাঁটা ও যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দীঘা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে সংস্থার সদস্যগণ অভিনীত নৃত্যনাট্য ভূষণ্ডীর মাঠে, রাইবেশে নৃত্য, দীপা দাস ও মৃন্ময় সাহার কণ্ঠে লোকগান, চাঁদপাড়ার পূরবীমেঘ সাংস্কৃতিক সংস্থার মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রেতাদের মনোরঞ্জন করে। এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কুইজ, অংকন, নৃত্য এবং যোগাসন ইত্যাদি প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিদিন এলেকার মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। পরিমল কর, সূর্যকান্ত সরকারের পরিচালনায় এবারে গ্রামশ্রী লোক উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

মাইন একাডেমীর সার্থক প্রযোজনা আলু চাষী

সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের নতুন নাটক আলুচাষি (গ্রোয়ার অফ পেশান্ট) গত ২৯ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হয় সংস্থার নিজস্ব জানকি মঞ্চে। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালীর নির্দেশনায় পরিবেশিত মূকাভিনয়টি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

নাটকটিতে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে আলু চাষ করে এক দরিদ্র চাষি। আলুর ফলনও বেশ ভালোই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য অকাল বর্ষণে সেই আলু নষ্ট হয়ে যায়। ফলে হতাশ চাষি ঋণের টাকা কিভাবে পরিশোধ করবেন সেই চিন্তায় ভেঙে পড়েন। কোন কুল কিনারা না পেয়ে অবশেষে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন সেই আলু চাষি। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে মৃত চাষির পরিবার সহ এলেকাবাসীর মধ্যে।

নাটকটিতে মুখ্য অভিনেতা সুদখোর মহাজন এর চরিত্রে চন্দ্রকান্ত শিরালী এবং দরিদ্র কৃষকের ভূমিকায় ধীমান সমাদ্দার এবং অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী সহ এক শিশুশিল্পীর অভিনয়ে সমৃদ্ধ মর্মস্পর্শী নাটকটি দর্শক সাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

গাইঘাটার তেঁতুলবেড়িয়া প্রাথমিকে শিশু মেলায় নানা অনুষ্ঠায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ ফেব্রুয়ারী গাইঘাটার তেঁতুলবেড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় শিশুমেলা ও খাদ্যমেলা। এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীরা নানা খাদ্যসামগ্রীর

পসরা সাজিয়ে বসে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গন রঙ-বেরঙের বেলুন ও ফুল-মালায় সাজানো হয়। কচি-কাঁচা পড়ুয়াদের সাথে তাদের মায়েরাও মেলায় অংশ নেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আরতি খাঁ, উপ-প্রধান বাসুদেব ঘোষ, শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী তপন মুখার্জী ও অভিমন্যু রায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তাপসী বিশ্বাস মণ্ডল সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সকলকে পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন, লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও এধরনের মেলা সংগঠিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিভা ও সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হবে। বিদ্যালয় অঙ্গনের মুক্তমঞ্চে ছাত্র-ছাত্রীরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। নৃত্যনাট্য ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের উপর মূকাভিনয় উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক মধুসূদন ঘোষ জানান, বিদ্যালয় সংলগ্ন তেঁতুলবেড়িয়া সুনীতি একাডেমীর শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণও এদিনের মেলা ও উৎসবকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মেলার বিভিন্ন স্টলের রঙিন বড় ছাতার নীচে পিঠেপুলি, পায়েস, পাটিসাপটা, চপ, বেগুনি, পকোড়া, ঘুগনি ও লুচি-আলুরদম ও ফুচকার দোকানে ক্রেতাদের ভিড় চোখে পড়ে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও গ্রামবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠিত হল শিশু নাট্য কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে "দৃষ্টি" র নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্র "শিল্পশালা"য় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি প্রযোজনা ভিত্তিক শিশু নাট্য কর্মশালা, ২৩ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী প্রত্যেক দিন বিকেল ৩টে থেকে ৫ টা পর্যন্ত এই কর্মশালাটি চলে। এধরণের নাট্য কর্মশালার আয়োজন দত্তপুকুর "দৃষ্টি" বরাবরই করে আসছে এবং সকলেই এই সংস্কৃতিমূলক কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এবারের এই শিশু নাট্য কর্মশালায় স্থানীয় প্রায় ১৫ জন শিশু অংশগ্রহণ করে এবং কর্মশালার তত্ত্বাবধানে ছিল অভীক মজুমদার, জয় বিশ্বাস, তিয়াস মিরবহর, চন্দ্রদ্বীপ দাস, ঐশী ভট্টাচার্য্য, সর্বশ্রী বিশ্বাস যারা প্রত্যেকেই "দৃষ্টি"র কনিষ্ঠ সদস্য। কর্মশালার শেষ দিন অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারী রবিবার অংশগ্রহণকারী শিশুদের নিয়ে একটি কর্মশালা ভিত্তিক প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয় এবং অনুষ্ঠানের শেষে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে "দৃষ্টি" র পক্ষ থেকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন প্রত্যেক শিশুর অভিভাবকেরা "দৃষ্টি" র এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনুষ্ঠানের শেষে সংস্থার কর্ণধার মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য আগামী কর্মশালার দিন ঘোষণা করেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নাবিক নাট্যমের নেতাজী জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ গোবরডাঙ্গার প্রাচীন নাট্য দল গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম পালন করলো নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মজয়ন্তী। ১৯৭৭ থেকে ২০২৫ গোবারডাঙ্গা নাবিক নাট্যম পালন করে আসছে এই দিনটি। বিগত বছরের মতই এ বছরও তারা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করে এই দিনটি। নাবিক নাট্যমের মহলা কক্ষের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় দিনটি। পতাকা উত্তোলন করেন দলের সহ সভাপতি মাননীয় চিন্ময় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন দলের নাট্য গুরু জীবন অধিকারী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রদীপ কুমার সাহা মহাশয়। দলের শিশু কিশোর বিভাগের থেকে উপস্থিত ছিল রাজেশ, বর্ষা, নীল, ঋজু, রুমকি, পাপিয়া, রনি, ঐশানি, ইপ্সিতা, শুভ।

নেতাজীর ছবিতে মাল্য দান করেন নাট্য গুরু জীবন অধিকারী মহাশয়। এরপর দলের সকলে নেতাজীর ছবিতে পুষ্প অর্পণ করে। পুষ্প অর্পণ করার পর সকলে সমবেত হয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। নাট্য গুরু জীবন অধিকারী ও চিন্ময় চক্রবর্তী তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সম্পাদক অনিল কুমার মুখার্জী ও সভাপতি শ্রাবনী সাহা জানান, আগামী দিনে তারা এই দিনটিতে আরো নতুন কিছু সংযোজন করবেন। দলের বাকি সদস্য ও সদস্যার মধ্যে অশোক বিশ্বাস, রাখী বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা সাধুখা, সুব্রত কর্মকার এবং অবিন দত্ত উপস্থিত ছিলেন এই বিশেষ দিনে। শিশু কিশোর বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের নাচ গান ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে শেষ হয় দিনটি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

আমাদের Testing Card সমেত গ্রহরত্ন পাওয়া যায়
যা ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

হলমার্ক ছাড়া পুরানো সোনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
আমাদের সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন শিঘ্রই যোগাযোগ করন।
আমাদের GUN MAN প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন।

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫।আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**